

যানজট নিরসনে ঈদুল আযহা উপলক্ষে মহাসড়কে ৪ হাজার পুলিশ সদস্য কাজ করছে বলে জানিয়েছেন হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি (এআইজি) দেলোয়ার হোসেন মিঞা। পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, বিজিবি ও র‌্যাব সদস্যরাও কাজ করছে। মহাসড়কে সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ এবং মহাসড়ক যানজট মুক্ত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন। বুধবার (৪ জুন) দুপুরে গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় প্রেস ব্রিফিংকালে তিনি এ তথ্য জানান।

পোশাক কারখানা। এসব কারখানায় লাখ লাখ কর্মী কাজ করেন। বৃহস্পতিবার (৫ জুন) থেকে ওইসব প্রতিষ্ঠানে ঈদের ছুটি শুরু হবে। কারখানা ছুটি না হলেও ভির ও যানজট এড়াতে অনেকেই তাদের পরিবার ও স্বজনদেরকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী, ভোগড়া বাইপাস মোড়, চান্দনা চৌরাস্তা এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রায় যাত্রীদের ভিড় দেখা গেলেও কোথাও যানজট সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি।

এদিকে, ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানজট পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গাজীপুর মেট্রোপলিটন (জিএমপি) পুলিশ এবং জেলা পুলিশ কাজ করছে। যাত্রী ও যানবাহনের চাপ থাকলেও এ দুই মহাসড়কে যানজট নেই। স্বস্তি নিয়েই বাড়ি যাচ্ছেন ঘরমুখো মানুষ।

সালনা হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শওকাতুল আলম বলেন, এবারের ঈদ যাত্রায় যানজট মোকাবিলায় মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকেই ঈদের রাত পর্যন্ত যাত্রীদের চাপ থাকবে। আশা করছি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এবং চালক ও যাত্রীদের সহযোগীতায় মহাসড়কে যানজটমুক্ত পরিবেশে যাত্রীরা তাদের স্বজনদের সাথে ঈদ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িতে পৌঁছতে পারবেন।

যানজট পুলিশ